প্রতিবেদন :

প্রশ্ন ঃ প্রতিবেদন কী ?

উঃ প্রতিবেদন হল কোন সংবাদ পত্র বা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত লেখ-বিবরণ।

প্রশ্ন ঃ প্রতিবেদনের বিষয় কী কী ?

উঃ সামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোন বিষয়, এমনকি রাষ্ট্রনৈতিক কোন সমস্যাকে নিয়ে প্রতিবেদন হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ প্রতিবেদন রচনায় যে বিষয়ের উপর নজর দেওয়া হয় তার মধ্যে দুটি উল্লেখ করো।

উঃ ১. অতিশয়োক্তি বা উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা চলবে না।
২. শিরোনামে অলংকারের আধিক্য চলবে না।

প্রশ্ন ঃ প্রতিবেদন কতরকমের হতে পারে ?

উঃ প্রতিবেদন বিবিধ— ১. সংবাদ ভিত্তিক ২. সাক্ষাৎকার ভিত্তিক ৩. সম্পাদকীয় ৪. বিশেষ ৫. বিজ্ঞাপন ভিত্তিক ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ সংবাদপত্রে প্রতিবেদক কত রকমের হতে পারে ?

উঃ যিনি প্রতিবেদন রচনা করেন তিনি প্রতিবেদক। কর্মের স্তর অনুযায়ী প্রতিবেদক বিভিন্ন প্রকার — ১. নিজস্ব ২. জেলার ৩. প্রধান ৪. বিশেষ ৫. শিক্ষানবিশ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ঃ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন কাকে বলে ?

উঃ সমকালীন বিষয় বা কোন বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সম্পাদকের পক্ষে যে প্রতিবেদন রচনা করা হয় তাকে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন বলে।

প্রশ্ন ঃ প্রতিবেদনের শিরোনাম গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

উঃ সংবাদপত্রে প্রতিবেদনের শিরোনাম আকর্ষণীয় হলে পাঠকের বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।

প্রশ্ন ঃ কোন গুণের জন্য প্রতিবেদনকে ভালো বলা হয় ?

উঃ প্রতিবেদন যদি তথ্যনিষ্ঠ যথাযথ এবং পাঠকের বোধগম্যতা ও কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারে তা হলেই তাকে ভালো প্রতিবেদন বলা হবে।

প্রশ্ন ঃ প্রতিবেদনের ভাষা সম্পর্কে কি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ?

উঃ প্রতিবেদনের ভাষা হবে সহজ, সরল গদ্যে লেখা। সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মনের উপযোগী।

প্রশ্ন ঃ প্রতিবেদনে শিরোনামের পর কী লেখা হয় ?

উঃ প্রতিবেদনে শিরোনামের পর লেখা হয়— 'বিশেষ সংবাদদাতা, কোলকাতা, ৭ মে, ২০১৯' অথবা 'নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ মে, ২০১৯' অথবা 'বিশেষ প্রতিবেদক, বর্ধমান, ৮ মে, ২০১৯'।

BU

খ. সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী প্রতিবেদন রচনা

সংবাদপত্রে প্রতিবেদন অংশটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিবেদনে ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনের বিষয় শুধু আঞ্চলিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না, দেশ-বিদেশের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, বিবিধ আবিষ্কার ইত্যাদিকেও তুলে ধরা হয়। ইংরাজিতে প্রতিবেদনকে বলা হয় Reportage। সংবাদপত্রের নিজস্ব সংবাদদাতা ছাড়া সমাজ সচেতন ব্যক্তিরাও সংবাদপত্রে প্রতিবেদন রচনা করতে পারেন। তবে এই প্রতিবেদন রচনা করতে গিয়ে মনে রাখতে হবে তা যেন ভুল তথ্যের ভারে হলুদ সাংবাদিকতা না হয়ে যায়। প্রতিবেদকের মূল লক্ষ্য হবে দেশ ও দশের কল্যাণ। একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়েই প্রতিবেদন রচনা করতে হয়।

প্রতিবেদনের শিরোনাম

সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিটি প্রতিবেদনেরই অপরিহার্য অঙ্গ হল তার শিরোনাম বা হেডলাইন। তবে নিছক প্রতিবেদন বা রিপোর্টের ক্ষেত্রেই যে হেডলাইন দিতে হয় তা নয়, খবরের কাগজে ছাপা হয় যেসব রচনা, সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র, মন্তব্য, নিউজ আইটেম ইত্যাদি প্রত্যেকটির বেলাতেই আলাদা আলাদা শিরোনাম থাকা বাধ্যতামূলক।

প্রতিবেদনের শিরোনাম দেবার সময় কতকগুলো বিষয়ে খেয়াল রাখা দরকার —

১. অতিশয়োক্তি বা উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা চলবে না।
২. শিরোনামে অলংকারের আধিক্য চলবে না।
৩. ভবিষ্যৎবাণী ত্যাগ করতে হবে।
৪. অঘটিত ঘটনার অভাস পরিহার করতে হবে।
৫. বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হেডলাইন বিভ্রান্তি ছড়ায় তাই এই ধরনের শব্দ বাদ দিতে হবে।
৬. ঘটনার ইঙ্গিত দিতে হবে কিন্তু বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া চলবে না।
৭. শিরোনাম এমন দিতে হবে যেন তা চোখে দেখা মাত্র কৌতূহল জাগিয়ে তোলে।
৮. যতদূর সম্ভব বর্তমান কালের ব্যবহারই কাম্য।
৯. অনুজ্ঞাবাচক , আদেশধর্মী শব্দ বর্জন করতে হবে।
১০. খুব প্রয়োজন না হলে সংখ্যা পরিহার করতে হবে।
১১. কোন উক্তি বা উদ্ধৃতি দেওয়া চলবে না।

সর্বোপরি রিপোর্ট , রিপোর্টাজ , নিউজ অইটেম, সাক্ষাৎকার, সম্পাদকীয় ইত্যাদি বিভিন্ন সংরূপের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিরোনাম দিতে হবে।

১. দীঘায় সমুদ্র স্নানের আনন্দে ভাটা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দীঘা ঃ ২মে, ২০১৯ দীঘার সমুদ্র সৈকতে যখন মানুষ সমুদ্রের ঢেউয়ে প্রাণের স্বাদ নিতে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট নাগাদ আকস্মিকভাবেই খবর এলো সমুদ্র উপকূলে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়বে। এই ঘূর্ণি ঝড়ের নাম দেওয়া হয়েছে ফণী। এর গতি ঘন্টায় ২০০ কিলোমিটারের বেশি। মুহূর্তের মধ্যেই পুলিশ প্রশাসন এবং সমাজসেবী যুবগোষ্ঠী সমুদ্রের বালিয়াড়িতে ছুটে এসে সতর্ক করে। সব মানুষ পড়িমরি করে হোটেলে ফিরে যায় এবং পথচারী মানুষেরা রাস্তার ধারের দোকানগুলিতে আশ্রয় নিতেও ভয় পায় কারণ পুলিশ প্রশাসন থেকে জানানো হয়। সমুদ্র উপকূলে সব মানুষকেই সুরক্ষিত এলাকায় আশ্রয় নিতে হবে। সুতরাং দোকানগুলিও দ্রুত খালি করে নেওয়া হয়। দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছানোর জন্য বেশ কিছু মানুষ আহত হয়েছেন তবে সম্পূর্ণরূপে হতাহতের সংখ্যা এখনো জানা যায় নি। ইতিমধ্যেই বালিয়াড়ি ঝড়ের পরেই শুরু হয়েছে মুষলধারে বৃষ্টি। মনে হয় মেঘগুলো যেন সমুদ্র থেকে জল নিয়ে এসে স্থলভাগে অবিরাম ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে। বাতাসের গতি এখনও ততটা প্রবল নয়। মূল দীঘায় কিছুটা স্থিতিশীল অবস্থা থাকলেও এই আকস্মিক ঝড়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী গ্রামের মানুষ ক্ষতির আশঙ্কায় প্রহর গুনছে।

এমনটা হবে কারো তো জানা ছিল না। তাই কারো প্রস্তুতিও নেওয়া ছিল না। ভ্রমণ পিপাসুরা কদিনের জন্য হয়তো আটকা পড়ে গেল। দীঘা উপকূলবর্তী অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন ধান পেকে এসেছে। চাষিদের মাথায় হাত। ঝড়ে পাকা ধান জমিতে ঝরে পড়বে। অথচ এই মুহূর্তে তাদের করার কিছুই নেই। এমনিতেই চাষিবাসী মানুষ খুব কষ্টে আছে। তার উপর ঝড় এসে পাকা ধানে মই দিলে তাদের আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না। আর ভ্রমণ পিপাসুরাও সার্বিকভাবে তাদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলো।

২. ব্যস্ত জীবনধারায় ফাস্টফুড খাওয়ার প্রবণতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দীঘা ঃ দুর্গাপুর, ১ এপ্রিল ঃ আজকাল কলেজগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ফাস্টফুডের প্রতি একটা আসক্তি দেখা দিয়েছে। তার ফলে কলেজগুলির আশে পাশে দিন দিন ফাস্টফুডের দোকান বাড়ছে। এমনটি রাস্তার উপরেও ভ্যানে ফাস্টফুড বিক্রি হচ্ছে। যারা কলেজ ক্যাম্পাসে বসে টিফিন খাচ্ছে তাদের বেশিরভাগটাই টিফিনের জন্য বাড়ি থেকে ফাস্টফুড আনে। টিফিন চেক করলেই দেখা যাবে মুড়ি, রুটি আলুর তরকারির পরিবর্তে বিবিধ ফাস্টফুড। দুর্গাপুরের বড়ো বড়ো রাস্তার ধারে এখন ক্রমশ ফাস্টফুডের দোকান বাড়ছে। চাহিদার উপর ভিত্তি করে এই বাণিজ্য। ইয়াং জেনারেশনের ক্ষেত্রে, বিকালে একটু চাওমিন খাওয়ার রেওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে। কোনো অনুষ্ঠান থাকলেই এখন তা বিরিয়ানি নির্ভর হয়ে পড়ছে।

BU

কিন্তু সবথেকে বড় ব্যাপার দেকানগুলিতে খাদ্যের কোয়ালিটি সেই ভাবে মানা হয় না। আজকাল ফাস্টফুডের সঙ্গে দেওয়া টমাটো ইত্যাদি সসগুলিও কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়। বেশি লাভের দিকে লক্ষ্য রেখে দোকানদারেরা এইসব দ্রব্য ব্যবহার করে। তাছাড়া পুরোনো তেলে ভাজা এইসব খাদ্য হজমের ব্যাঘাত ঘটায়। এই সব ফাস্টফুড খাওয়ার ফলে অল্প বয়স থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের পেটের গোলমাল দেখা দিচ্ছে। তাই পৌরসভা থেকে খাদ্যের গুণমান দেখা দরকার। সব থেকে বেশি প্রয়োজন অভিভাবকদের জন্য সচেতনতা শিবির তৈরি করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রচার করা যে ফাস্টফুড আমাদের স্বাস্থের জন্য উপযুক্ত নয়। মনে রাখতে হবে, স্বাস্থ্যই সম্পদ।

৩. কলেজে প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ১৩ জানুযারী, ১৯ : গত ১২.০১.২০১৯ তারিখে বর্ধমানের বহু প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজ কলেজে প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করা হলো। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন এবং একই সঙ্গে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস পালনের মধ্য দিয়ে এ দিন মুখরিত হয়েছিল কলেজ প্রাঙ্গন। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনায় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিরঞ্জন মণ্ডল মহাশয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাচীন ইতিহাস তুলে ধরেন। বর্ধমানের রাজারা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি রাজ কলিজিয়েট স্কুলের বিল্ডিংয়ে শুরু করেন। পরে শ্যাম সায়রের পশ্চিম তীরে এটি স্থানান্তরিত করা হয়। প্রতিষ্ঠার দীর্ঘকাহিনি বর্ণনা করলেন উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমানের রাজ পরিবার গবেষক নীরোদবরণ বাবু । তিনি কিভাবে কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়, কবে থেকে শিক্ষা দান শুরু হয়, কতজন ছাত্র নিয়ে মহাবিদ্যালয়ে পথ চলা শুরু এসব আলোচনার মাধ্যমে ইতিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাঁর বক্তব্যের পরিসমাপ্তি করেন। তারপর স্বামীজীকে শ্রদ্ধানিবেদন করা হয়। বর্ধমান রামকৃষ্ণ মঠের পরিচালক স্বামীজীর চিকাগো বক্তৃতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। মহাবিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা এই মহতী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রছাত্রীদের কিছু অনুষ্ঠান, সঙ্গীত নৃত্য আবৃত্তি পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান এগিয়ে চলে। তারা শপথ নেয় কলেজের ঐতিহ্য রক্ষা করাই তাদের ছাত্র জীবনের অন্যতম ব্রত। শেষে মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মীদের একটি নাটকের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। সব মিলিয়ে এই দিনটি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকও ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে ওঠে।

৪. পথ নিরাপত্তা পালন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কার্জনগেট , ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ : পথ দুর্ঘটনা আমাদের কাছে বর্তমানে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ধমান হাসপাতালে এমার্জেন্সি বিভাগে

প্রতিদিনই দুর্ঘটনায় অক্রান্ত মানুষের ভর্তির সংখ্যা বাড়ছে। মিডিয়াগুলো প্রতিদিন রাজ্যভিত্তিক ৩-৩৫ টি দুর্ঘটনার ছবি দেখাচ্ছে। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

দুর্ঘটনার কারণে আমাদের দেশের অনেক মানুষ প্রতিদিন মারা যাচ্ছে। আর এর জন্য মূলত আমরাই দায়ী । নানান যান চলাচলের নিয়মকে আমরা মান্য না করায় দুর্ঘটনা ঘটে চলছে। জি. টি. রোডের ধারে প্রায়ই আমরা পথ দুর্ঘটনার খবর পাই। আর এই দুর্ঘটনা রোধের জন্য মূল বর্ধমান শহরের তিনটি কলেজে ছাত্র সংসদের উদ্যোগে বেশ কয়েকজন ছেলে-মেয়েরা মিলে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ নিয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা যেভাবে পথে নেমে এগিয়ে এসেছে, তা মানুষকে সত্যি সত্যি সচেতন করে তুলবে। তাদের স্লোগান—'আস্তে চালাও, জীবন বাঁচাও'। এই স্লোগান দিতে দিতে রাজ কলেজ, উইমেন্স কলেজ এবং বিবেকানন্দ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কার্জনগেট থেকে রাজবাড়ি পর্যন্ত সভাযাত্রায় শামিল হয়েছিল। শুধু ছাত্র-ছাত্রী নয়, কলেজগুলির অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

৫. বর্ষায় জল জমে বিপর্যস্ত জনজীবন :

অনুপম হাজরা , সুভাষপল্লী, বর্ধমান , ২৫ জুন, ২০১৫ : জলই জীবন আবার রাস্তাঘাটে জল বেশি হলে মানুষের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতে জন জীবন বিপর্যস্থ হয়ে পড়লো বর্ধমান শহরের সুভাষপল্লী , রসিকপুর । বৃষ্টি হওয়াটা অসম্ভব নয় কিন্তু ড্রেনগুলো সময়মতো পরিস্কার না করার জন্যই মূলত এমন অবস্থা। প্রতিবছর বর্ষায় রাস্তায় জল জমে যাওয়া এই এলাকাবাসীদের কাছে নতুন নয়। এবছর বিশেষ করে ৩ নং ওয়ার্ড ও তৎসংলগ্ন বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে এই সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মূল ড্রেনের ধারে ঘর-বাড়ি করার সময় ছাড় না দেওয়ায় ড্রেন ছোটো হয়ে এই সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাস্তায় জল জমে যাওয়ার জন্য জনসাধারণের পথে বের হওয়ার সমস্যা হয়। জমা জলের দুর্গন্ধ মানুষের রোগের প্রবণতা বৃদ্ধি করেছে, পাশাপাশি ম্যালেরিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। রাস্তার উপর জল উঠে রাস্তা কর্দমাক্ত হয় এবং প্রতিবছর রাস্তাগুলোও ভেঙ্গে পড়ছে। এই ওয়ার্ডের পৌরপিতার কাছে বেশ কয়েকটি অভিযোগ পত্র জমা দেওয়া সত্ত্বেও তেমন কোনো সাড়া মেলেনি। তাই আমরা এলাকাবাসী খুব চিন্তায় আছি। প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই আমরা বাধ্য হয়েছি সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমাদের অভিযোগগুলি তুলে ধরতে। আমাদের আশা সহৃদয় ব্যক্তিরা এই বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমস্যার সমাধান করবেন।

প্রতিবেদন

▶ নিয়মাবলি : যে-কোনো ভাষাশিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষমতা (Receptive function) ও প্রকাশের ক্ষমতা (Expressive function)-এর উপর নির্ভরশীল। লেখা বা বলা উভয় ক্ষেত্রেই কত সহজে ও পরিচ্ছন্নভাবে নিজের মনের কথা সকলকে জানানোর উদ্দেশ্যে যে যে লেখা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, তার অন্যতম এক অঙ্গের নাম প্রতিবেদন।
'প্রতিবেদন'-এর আভিধানিক অর্থ রিপোর্ট, বিবরণ, বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন অর্থাৎ বিজ্ঞাত বা বিশেষভাবে জ্ঞাত করা বা কোনো বিশেষ বিষয় সাধারণকে জানানো। প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন এক নয়। প্রতিবেদন হল রিপোর্ট। সংক্ষেপে স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বা বক্তব্যপেশই প্রতিবেদন।
প্রতিবেদনের গঠন দুটো অংশে হবে ১. ভূমিকা বা ইনট্রো ২. অবশিষ্টাংশ। এর একটি গ্রহণযোগ্য শিরোনাম অতি অবশ্যই থাকবে। সেজন্য অনেকে প্রতিবেদনকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন— (১) শিরোনাম, (২) ভূমিকা, (৩) অবশিষ্টাংশ।
প্রতিবেদন কয়েকটি অনুচ্ছেদে লেখা হবে। এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য নীচে দেওয়া হল—
(১) শিরোনামে আলোচ্য বিষয়ের নির্যাস থাকবে। কিন্তু শিরোনাম পূর্ণবাক্যে হবে না।
(২) ভূমিকা সহজ ও সংক্ষিপ্ত হবে, কিন্তু মূল ঘটনার প্রাথমিক ধারণা দেবে।
(৩) প্রতিবেদনের ভাষা সহজসরল, সাবলীল হবে। প্রতিবেদন কেবল মান্য চলিত গদ্যে লেখাই কাম্য।
(৪) প্রতিবেদন কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিভাজিত হবে। একটি অনুচ্ছেদেও কখনো-কখনো লেখা যেতে পারে।
(৫) প্রতিবেদনে তারিখ, স্থান, সংবাদদাতার উল্লেখ থাকবে।
(৬) প্রতিবেদনে ব্যক্তিগত কথা থাকবে না। উত্তমপুরুষ (আমি, আমরা) ব্যবহার করবে না। ভাববাচ্য বলাই (হল, দেখল, ঘটেছে) ভালো।
(৭) প্রতিবেদন তথ্যনির্ভর, যুক্তিনিষ্ঠ হবে।

■ প্রতিবেদনের ভাগ : (১) সংবাদভিত্তিক প্রতিবেদন (২) সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন বা সংবাদ সাক্ষাৎকার

■ প্রতিবেদন নির্মাণে সাতটি বিষয়ে নজর থাকবে : (১) ঘটনার স্থান, (২) ঘটনার কাল বা সময়, (৩) ঘটনার কারণ, (৪) ঘটনার পটভূমি, (৫) ঘটনার প্রভাব, (৬) পরবর্তী পদক্ষেপ, (৭) ভবিষ্যৎ দৃষ্টি।

■ প্রযুক্তির নতুন দিশা, আকর্ষণ বাড়াচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের।

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর, ১৮ সেপ্টেম্বর : ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান অর্জন করাই তপস্যা। এই তপস্যায় নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে প্রযুক্তির প্রতি ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ আগ্রহ। সাহিত্যসংস্কৃতিচর্চার পাশে সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্কতা বেড়ে উঠেছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে।

প্রগতির বন্ধুর পথ অতিক্রমের জন্য আজ প্রযুক্তির একান্ত প্রয়োজন, ছাত্রছাত্রীরা এ কথা যেন স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু নবীন বয়সে প্রযুক্তির প্রতি অধিক আকর্ষণ কতটা কাজে আসবে, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন শিক্ষকমহল। ইন্টারনেটের জগতে কোনো উৎসাহী প্রতিভা মোহের বশে চেতনা হারিয়ে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে পারবে কি না, সে বিষয়েও নিশ্চিত নন শিক্ষকমহল। যন্ত্রনির্ভর এই সভ্যতায় ছাত্রছাত্রীরা কম্পিউটার ব্যবহার করে নিজেদেরকে যুগোপযোগী করে তুলছে। বিশ্বকে তারা পেতে চাইছে হাতের মুঠোয়। কেবল তাই নয়, ছাত্রছাত্রীরা ইন্টারনেটকে সঙ্গী করে ফেলেছে। নতুন আবিষ্কার, নতুন জানা যে একটিমাত্র ক্লিকেই চোখের সামনে এসে দেখতে পারছে। শুধু কি তাই, আজকাল শিক্ষাব্যবস্থায় যে আমূল পরিবর্তন এসে গিয়েছে তাতে নেট-এর সাহায্য না নিলে তা চলছেই না। মহাবিদ্যালয়ের পাঠক্রমের কথা না হয় বাদই দেওয়া যাক, বিদ্যালয়গুলিতেও যেভাবে প্রোজেক্ট তৈরির নতুন নির্দেশিকা পালন করা হচ্ছে তাতে ইন্টারনেটের সুযোগসুবিধা না নিলেও নয়। এই নিজেকে 'আপ টু ডেট' করে রাখার আনন্দের কথাই জানাল মেদিনীপুর কলেজে অনুষ্ঠিত হওয়া সেমিনারে কলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র সনাতন গোস্বামী—'নেট প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমি জাপানের একটি কোম্পানিতে মেশিনের একটি ডিজাইন পাঠাই —ওদের ওটা খুব পছন্দ হয়েছে। ওরা আমাকে স্কলারশিপ দিয়েছে— আমার পড়ার খরচ ওরাই চালায়।' সনাতনের কথা শুনে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা প্রযুক্তির সুফল সম্ভাবনায় মুগ্ধ হয়ে পড়ে। প্রযুক্তির কুফল এড়িয়ে প্রগতির স্বাদ ছাত্রছাত্রীরা পেলে তবেই তা শিক্ষার পক্ষে, স্বদেশ ও সমাজের পক্ষে হিতকর হয়ে উঠবে।

২ বারবার ওভারহেড তার ছিঁড়ে ট্রেনচলাচল বন্ধ, নিত্যযাত্রীদের রেল অবরোধ।

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্যামচক, ২০ আগস্ট : প্রবাদে আছে সময় খারাপ হলে পদে পদে বিঘ্ন ঘটে। ভারতীয় রেলের দক্ষিণ-পূর্ব শাখায় এই প্রবাদ যেন সত্য হয়ে উঠেছে। গতকাল সকাল ৯টায় হঠাৎ করে ওভারহেডের তার ছিঁড়ে ওই শাখার শ্যামচক স্টেশনের কাছে ট্রেনচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। নিত্যযাত্রীরা সকাল থেকেই বিপাকে পড়েন। স্টেশনমাস্টারের পক্ষ থেকে যাত্রীদের উদ্দেশে ঘোষণা করা হয় যান্ত্রিক ত্রুটির কথা। কিন্তু সাধারণ যাত্রীদের বক্তব্য ছিল বারবারই এই সমস্যা ঘটে আর ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাওয়া হয় — স্থায়ী সমাধানের কোনো ব্যবস্থা রেলকর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেননি। বছরের প্রায় সময়েই ওভারহেডের তার ছিঁড়ে ট্রেনচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। যাত্রীদের অসুবিধার কথা কোনোভাবেই বিবেচনা করা হয় না। বিষয়টি জানালে স্টেশনমাস্টার পি. শ্রীনিবাসন বলেন— 'আমরা যাত্রীদের পরিষেবা দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকি। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত এই বিঘ্নের জন্য কর্তৃপক্ষ কোনোভাবে দায়ী নন।' নিত্যযাত্রীরা এই যুক্তি মানতে নারাজ। নিত্যযাত্রীরা মনে করেন— কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সচেতন নন, ইচ্ছে করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে না। বারবার কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। এই বিপত্তির বিরুদ্ধে স্থায়ী সমাধান প্রত্যাশা করে নিত্যযাত্রীরা রেললাইন অবরোধ করেন। অবরোধের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব রেলে প্রায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। দূরপাল্লার ট্রেনকেও থমকে দাঁড়াতে হয়। দীর্ঘসময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অবরোধকারী নিত্যযাত্রীরা অবরোধ তুলে নিতে অস্বীকৃত হলে রেলকর্তৃপক্ষ অবরোধ তুলে নেওয়ার সবিনয় বার্তা ঘোষণা করে এই জাতীয় সম্পদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে অনুরোধ করেন। অবশেষে প্রশাসনিক তৎপরতায় বারো ঘণ্টা পর অবরোধ ওঠে। রেলকর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আগামী দিনে যাত্রীদের রেল পরিষেবা সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধানে রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়াররা ইতিমধ্যে সুব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

৩ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন মুরশিদাবাদ।

বিশেষ সংবাদদাতা, বহরমপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি : গতকাল মুরশিদাবাদ জেলাব্যাপী অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বিভিন্ন স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, এমনকি অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও সহযোগিতায় আবৃত্তি, গান, গীতি-আলেখ্য, বক্তৃতা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে সাড়ম্বরে দিনটিকে উদ্‌যাপন করা হল। বহরমপুর শহরের রবীন্দ্রসদন সভাগৃহের অনুষ্ঠান ও মুরশিদাবাদের বাবলা গ্রামের দুটি অনুষ্ঠান এ বছর সবার নজর কাড়ে। 'স্বজন গোষ্ঠী'র উদ্যোগে রবীন্দ্রসদন সভাগৃহে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'—এই উদ্‌বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গবেষক ড. শক্তিনাথ ঝা মহাশয় এই দিনটির গুরুত্ব ও পালনের ইতিহাস তুলে ধরেন। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের জন্য বাংলাদেশে যে আন্দোলন হয়, সেই ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালালে পাঁচজন আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয়। ছয় কোটি নব্বই লক্ষ মানুষের মধ্যে চার কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষই তখন বাংলাভাষী। অথচ বাংলাভাষী মানুষের উপর জোর করে উর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দিয়ে তাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া ও বাংলা ভাষার মর্যাদাহানিকে বাংলাভাষী মানুষ মেনে নিতে পারেনি। ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে পুলিশের গুলিতে পাঁচ শহিদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ভাষা-আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয়। ফলে বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। ড. শক্তিনাথ ঝা এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার পিছনেও দুই বাঙালির কৃতিত্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'কানাডায় কর্মরত মেরিন ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সালাম ও তার বন্ধু রফিকুল ইসলামের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ২০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইউনেসকো এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করার কথা ঘোষণা করে। পৃথিবীতে প্রায় ৬৭০৩টি ভাষার মানুষ আজ এই দিনটিকে পালন করছে। কিন্তু এই দিনটিকে উদ্‌যাপন ও ঘোষণার পিছনে আছে বাংলা ও বাঙালী।'

এরপর শুরু হয় আবৃত্তি, সঙ্গীতানুষ্ঠান ও গীতি-আলেখ্য। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি যে পাঁচজন শহিদ হন তাঁর মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবুল বরকত। তাঁর বাড়ি এই মুরশিদাবাদ জেলারই বাবলা গ্রামে। তাই বাবলা গ্রামে 'বরকত স্মৃতিসংঘ'-এর উদ্যোগে একটি পৃথক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

৪ ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, হত ১৫, আহত ২৫

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, বর্ধমান, ১১ সেপ্টেম্বর : বর্ধমান জেলার অন্যতম একটি শহর মেমারি। এর যোগাযোগ ব্যবস্থায় পূর্ব রেলের মেন লাইন শাখা যেমন আছে, তেমনই জিটি রোডের সংযোগের জন্য এই এলাকাটি বর্তমানে বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। তবে তুলনামূলকভাবে ওভারব্রিজ বা বাইপাস না থাকার জন্য এখানে প্রায়ই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। তবে গতকাল যে দুর্ঘটনাটি ঘটল তা এলাকাবাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। কলকাতা থেকে আগত এক বারো চাকার ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবোঝাই এক বাসের সরাসরি ধাক্কা লাগে চকদিঘি মোড়ে। এই ঘটনায় ট্রাকের চালক ও খালাসি উভয়েই ঘটনাস্থলে মারা যায়। প্রায় ১৫ জন যাত্রীকে নিহত ঘোষণা করা হয়েছে এবং আহতের সংখ্যা ২৫, আহতদের ৬ জনকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে ও বাকিরা মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় জনতা রাস্তা সম্প্রসারণ, ফুটপথ থেকে হকার উচ্ছেদ ও ফ্লাই ওভার-এর দাবিতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস ও ট্রাকটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। মেমারি থানার পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে। জেলার আরক্ষা আধিকারিক (S.P) বিশেষ বাহিনীকে দিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ

৭ চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত রক্তদান-শিবির।

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া, হুগলি, ১৭ সেপ্টেম্বর : চুঁচুড়া জনকল্যাণ সমিতির ব্যবস্থাপনায় গতকাল এক রক্তদান-শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগও সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করেছে।

রক্তদান-শিবিরের সূচনা করেন স্থানীয় বিধায়ক মহাশয়। রক্তদান জীবনদান—এ বিষয়ে তিনি তাঁর অমূল্য বক্তব্য রাখেন। রক্তের সংকটমোচনে এ ধরনের উদ্যোগ যে জরুরি তা শিবিরে উপস্থিত অতিথিদের ভাষণে প্রকাশ পায়। এরপর রক্তসংগ্রহের কাজ শুরু হয়। শিবিরে মোট ১০০ জন সহৃদয় ব্যক্তি রক্তদান করেন। এঁদের মধ্যে পুরুষ ৪০ জন এবং মহিলা ৬০ জন। পুরুষদের থেকে মহিলাদের রক্তদানে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রায় বিকাল ৫-৩০ মিনিট পর্যন্ত এই রক্তদান-শিবির চলে। যারা রক্তদান করেন তাদের প্রত্যেককে জনকল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে একটি কার্ড দেওয়া হয়। যাতে প্রয়োজনের সময় সেই রক্তদাতারা প্রাপ্ত কার্ডের মাধ্যমে সহজে রক্তসংগ্রহ করতে পারেন।

রক্তদান-শিবির আয়োজনের প্রয়াস অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য। কিন্তু রক্তদান-শিবির থেকে সংগৃহীত রক্ত সঠিকভাবে রাখা হচ্ছে কি না, সংগৃহীত রক্ত জীবাণুমুক্ত কি না অর্থাৎ রক্তবাহিত কোনো রোগ যেমন—HIV বা থ্যালাসেমিয়া ইত্যাদির বীজ সেই রক্ত বহন করছে কি না পরীক্ষানিরীক্ষা করে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। আমরা প্রায়ই লক্ষ করি নির্ধারিত সময়-অতিক্রান্ত রক্ত রোগীকে দেওয়া হয়েছে। এতে রোগীর মৃত্যুও হয়েছে। রক্তসংগ্রহশালায় গিয়ে প্রায়ই রক্ত পাওয়া যায় না বলে ব্যক্তিরা অভিযোগ জানায়। সেখানে যথার্থভাবে রক্ত সংরক্ষিত থাকে না বলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখা যায়। সাধারণ মানুষ যাতে সঠিকভাবে রক্ত পায়, তার প্রতি সতর্ক থাকা উচিত। সরকারি ও বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকগুলির এ বিষয়টির প্রতি নজর রাখা জরুরি। সরকারও এ বিষয়ে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই জাতীয় সমস্যাগুলি ঘটবে না বলেই সাধারণ মানুষের বিশ্বাস।

৮ চন্দননগর বইমেলা।

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর, ২৩ ডিসেম্বর : গতকাল ফরাসি শাসনের ঐতিহ্যবাহী শহর চন্দননগরে এ বছরের বইমেলার শুভ উদ্‌বোধন সুসম্পন্ন হল। এ বছরই এই বইমেলা বিংশতিবর্ষে পদার্পণ করেছে। অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয়। সভার প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করলেন হুগলি জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মহাশয়।

'বই-এর কোনো বিকল্প হতে পারে না। বর্তমানে ইনটারনেট ও সাইবার দুনিয়ার দাপট থাকা সত্ত্বেও বই তার নিজস্ব স্থান ঠিকই ধরে রেখেছে এবং সারাবছরে সারা পৃথিবীতে ছাপানো বইয়ের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরগুলিকে অতিক্রম করে চলেছে। এ থেকেই বইয়ের চাহিদার দিকটি লক্ষণীয়। গ্রন্থাগার এই বইগুলিকে সযত্নে ঠাঁই দিয়ে মানব-ইতিহাস রচনা করে চলেছে।'—এ কথাগুলি বলে উপাচার্য মহাশয় বইয়ের নান্দনিক দিকটিও তুলে ধরেন। বিভিন্ন ছবি ও সুন্দর প্রচ্ছদ বইয়ের প্রতি পাঠকের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। গ্রন্থাগারিক মহাশয় তার ভাষণে বই এবং গ্রন্থাগারের সুসম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন।

এরপর অনুষ্ঠানশেষে দুজনে বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন। বইমেলায় দি ক্যালকাটা পাবলিশার্স, বিচিত্রা প্রকাশনী, দে'জ পাবলিশার্স-এর মতো নামজাদা সংস্থা তাদের স্টল ও পুস্তকসম্ভার সাজিয়ে তুলেছে। মেলা চলবে দশদিন। মেলায় প্রতিদিন দুপুর দুটো থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এবারের বইমেলার থিম 'চন্দননগরের বিপ্লবী'। প্রায় কয়েকশত লোকের সমাগম হয়েছে এই মেলায়। মেলার আয়োজকরা প্রতিবছরের মতো এ বছরের মেলারও চূড়ান্ত সাফল্য আশা করেছেন।

৯ লক্ষ টাকার ব্যাগ ফেরত দিল ট্যাক্সিচালক।

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : গত ৩১ আগস্ট সকাল ৬ টায় দমদম বিমানবন্দরের নিউ টার্মিনালে নামেন বিপ্লব দত্ত নামের এক ব্যক্তি। ব্যাবসার কারণে দীর্ঘদিন দুবাই-এ থাকার পর দু-মাসের ছুটিতে হাওড়ার সালকিয়ায় নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন তিনি। বিপ্লববাবুর সঙ্গে দুটি সুটকেস-সহ একটি এ্যাটাচি ছিল। পারিবারিক গাড়ি না আসায় বিমানবন্দরের বাইরে একটি ট্যাক্সি ধরেই তিনি বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। দীর্ঘদিন পর বাড়ি ফেরার তাড়া থাকায় ও মেয়ের বিয়ের আনন্দে মশগুল বিপ্লববাবু বাড়িতে ফেরার সময় ট্যাক্সি থেকে সুটকেস দুটি নামালেও ডিকিতে থাকা টাকা ও গয়না-ভরতি ব্যাগটি নামাতে ভুলে যান। ট্যাক্সিচালকও খেয়াল করেননি যে, ডিকিতে আরও একটি ব্যাগ পড়ে আছে। বেশ কিছুক্ষণ পর বিপ্লববাবুর খেয়াল হয় আসল বস্তুটিই তিনি নামাতে ভুলে গিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সালকিয়ার গোলাবাড়ি থানায় একটি এফআইআর করেন। ওই থানা পরামর্শ দেয় এয়ারপোর্ট থানাকেও বিষয়টি জানাতে। দীর্ঘ বিমানযাত্রার ধকল এবং তার উপর এই বিড়ম্বনা বিপ্লববাবুকে মুহ্যমান করে তুলেছিল। কিন্তু কলকাতার ট্যাক্সিচালকরা যে এখনও কতটা সৎ তার প্রমাণ তিনি পান। কয়েক ঘণ্টা পরে অপর আর-এক যাত্রীকে নামাতে গিয়ে ট্যাক্সিচালক পার্থবাবুর খেয়াল হয় আগের যাত্রী একটি ব্যাগ না নিয়েই নেমে গিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে চালক পার্থবাবু হেস্টিংস থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে সমস্ত ঘটনা জানায়। পুলিশের উপস্থিতিতে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ব্যাগের মালিকের সন্ধান করে জানতে পারে ব্যাগটি সালকিয়ার বিপ্লববাবুর। পুলিশ-সহ পার্থবাবু সালকিয়ার গোলাবাড়ি থানায় এসে বিপ্লববাবুকে খবর পাঠায়। বিপ্লববাবু থানায় গিয়ে তার ব্যাগটি উদ্ধার করেন। বিপ্লববাবু ট্যাক্সিচালককে সততার মূল্য হিসেবে বকশিশ দিতে চান। কিন্তু পার্থবাবু তা গ্রহণ করেননি বলেই সূত্রের খবর। সকলেই ট্যাক্সিচালকের সততা ও নির্লোভ স্বভাবের প্রশংসা করেন।

বিধায়ক, মহকুমা শাসক, হুগলি জেলাপরিষদের সভাধিপতি এবং পরিবেশবিদ ও প্রখ্যাত চিকিৎসক মনোজিৎ মুখোপাধ্যায়।

খানাকুলের কাঁটাপুকুর চকভেদুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানটি। তারপরেই ছিল বৃক্ষরোপণ পর্ব। বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী পতিত জমিতে লাগানো হয় একটি অশোক, একটি আমলকী আর একটি নাগকেশরের চারা। তিনজন বিশিষ্ট অতিথি গাছ তিনটি লাগান। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামাপদ দলুই-এর মাধ্যমে নানারকম চারাগাছ বিতরণের ব্যবস্থা করেছিল উদ্যোক্তারা। কীভাবে গাছ লাগাতে হয় ও গাছের যত্ন করতে হয়, অরণ্য সপ্তাহের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে একটি মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন বনদপ্তরের জেলা আধিকারিক।

পরিবেশবিদ ও প্রখ্যাত চিকিৎসক মনোজিৎ মুখোপাধ্যায় পরিবেশের সঙ্গে বৃক্ষের সম্পর্ক এবং পরিবেশরক্ষায় বৃক্ষরোপণ তথা অরণ্যের ভূমিকা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দেন। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি মেহেবুব রহমান। নৃত্য সহযোগে বেশ কয়েকটি গান পরিবেশন করে কুসুমভাবিনী গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা। 'মরু বিজয়ের কেতন উড়াও হে শূন্যে' গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

২২ গ্রামাঞ্চলে জনসচেতনতা-বিষয়ক সভা।

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডিহিবাগনান, আরামবাগ, ১০ সেপ্টেম্বর : গতকাল আরামবাগের ডিহিবাগনান গ্রামে গৌরহাটি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের সহযোগিতায় 'নির্মল বাংলা' প্রকল্প গড়ার লক্ষ্যে এলাকার ঘরে ঘরে শৌচালয় গড়ে তোলার জন্য এক জনসচেতনতা-বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাটি ডিহিবাগনান কে বি রায় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি সঞ্চালনা করেন আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মাননীয় শিশির সরকার মহাশয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ডিহিবাগনান কে বি রায় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় নবকুমার মণ্ডল মহাশয়, গৌরহাটি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সিরাজুল ইসলাম এবং এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সভায় গ্রামের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিও চোখে পড়ার মতো ছিল। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নবকুমার মণ্ডল মহাশয় শৌচালয় ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। শৌচালয় ব্যবহার করার ফলে আন্ত্রিক, কলেরা ইত্যাদি মহামারি রোগের প্রকোপ যে কিছু অংশেও দমন করা যায় তিনি তা বলেন। পাশাপাশি সারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই শৌচালয় নির্মাণের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার বহু মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ ভাষণ দেন। এলাকার মানুষের সুস্বাস্থ্যের স্বার্থে ঘরে ঘরে শৌচালয় নির্মাণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করেন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সিরাজুল ইসলাম সাহেব। গ্রামে গ্রামে শৌচালয় নির্মাণের জন্য এ ধরনের জনসচেতনতা-বিষয়ক সভার গুরুত্বের বিষয়টি উল্লেখ করে ভাষণ দেন প্রাক্তন বিশিষ্ট অধ্যাপক জয়নাল আবেদিন মহাশয়।

২৩ ফাস্টফুড খাওয়ার প্রবণতা, স্বাস্থ্যহানি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনাচরণেও ঘটেছে পরিবর্তন। পোশাক-পরিচ্ছদ তো বটেই, পরিবর্তন ঘটেছে খাদ্যাভ্যাসেরও। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য অপরিহার্য। অথচ খাদ্য শরীরে যে পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, তা আধুনিক সভ্যতাগর্বী মানুষ ক্রমে ভুলে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের সর্বগ্রাসী থাবার জাঁতাকলে মানুষ ক্রমশ পিষ্ট হচ্ছে বলা যায়। পশ্চিমি সভ্যতার ঢেউ আছড়ে পড়েছে ভারতবর্ষের মতো উপমহাদেশে। আর এই দেশের বিভিন্ন শহরের মতো কলকাতা শহরেও তার ঢেউ লেগেছে। বর্তমানের কর্মব্যস্ত মানুষ ক্রমশ শরীরের পুষ্টিদায়ক খাদ্যাভ্যাস বর্জন করে ফাস্টফুড খাওয়ার দিকে ঝুঁকেছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতে, ফাস্টফুড শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। ফুসফুস, হৃৎপিণ্ডের নানা সমস্যাও তৈরি করে এই ফাস্টফুড। মানুষ জেনেবুঝেই ফাস্টফুডের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। অবশ্য কারণও আছে। বর্তমানের প্রবল কর্মব্যস্ত জীবনচর্যায় মানুষের হাতে সময় এত কম, উপরন্তু সারাদিনের ক্লান্তি—সবমিলিয়ে পুষ্টিদায়ক খাবার রান্না করে খাওয়ার সময় বা উদ্যম কারোরই থাকে না। এই সুযোগেই ফাস্টফুড মানুষের নিত্যজীবনচর্যার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠছে। আর পাশাপাশি এ কথাও তো অনস্বীকার্য যে ফাস্টফুড যতই অপুষ্টিকর হোক, স্বাদে ও গন্ধে তা যেমনই আকর্ষক তেমনই অতুলনীয়। তবে কিশোর-কিশোরী-যুবক-যুবতীদের মধ্যে এই ফাস্টফুড খাওয়ার প্রবণতা বেশি বলে সমীক্ষায় জানা গিয়েছে। ফাস্টফুডের আমদানির সুলুকসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়, বিগত কয়েক বছর পূর্বে আমেরিকায় কাকতালীয়ভাবে ফাস্টফুড খাওয়ার প্রবণতা বাড়তে দেখা গিয়েছে। সেখানে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই ফাস্টফুডে অভ্যস্ত হতে শুরু করে। তথ্যসূত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার চেয়ে ফাস্টফুডে মানুষ বেশি অর্থব্যয় করে থাকে। আরও জানা যায়, আমেরিকায় কিশোর-কিশোরী-যুবক-যুবতীদের হাতে প্রচুর অর্থ থাকে, সেই কারণে ফাস্টফুডের প্রতি তাদের আকর্ষণ বেড়েছে। আমাদের শহরাঞ্চলেও এই ফাস্টফুড খাওয়ার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে ফাস্টফুডের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন অনেকেই।

২৪ শহরে আবার সেতু বিপর্যয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : দিনের ব্যস্ততম মুহূর্তে ভেঙে পড়ল মাঝেরহাট ব্রিজের এক অংশ। যানবাহন, মানুষসহ ব্রিজটি ভেঙে পড়ে, তাতে নিত্যযাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে যায়। শহরবাসীর স্মৃতিতে ফিরে আসে পোস্তা উড়ালপুল দুর্ঘটনার কথা। মাঝেরহাট ব্রিজের পার্শ্ববর্তী অংশেই মেট্রোরেলের

১০ দেশ জুড়ে পালিত হল ইদুজ্জোহা।

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর : 'ইদ' মানেই তো আনন্দের উৎসব। বিশ্বের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ভারতেও গভীর মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল ইদুজ্জোহা। দুর্গাপুজোর আগে বছরের দ্বিতীয় পর্যায়ের ইদ-উপলক্ষ্যে কলকাতা ভাসল ইদের আনন্দে। গত ১৯ জুলাই-এ এ বছর প্রথম পর্যায়ের ইদ বা ইদুলফিতর উৎসব পালিত হয়েছিল। সেদিন থেকেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা দিন গুনছিলেন ইদুজ্জোহার জন্য। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এ বছর ইদুজ্জোহা পালিত হল ২৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার।

গোটা রমজান মাস রোজা পালনের পর শওয়াল মাসের পবিত্র দিনে ইদুলফিতর পালিত হয়। সারাদিনের নিরম্বু উপবাসের পর ১৯ জুলাই অকলঙ্ক চাঁদ দর্শন করে মুসলমান ভাইরা মেতেছিল আনন্দ-উৎসবে। দল-মত-সম্প্রদায়নির্বিশেষে রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী যোগ দিয়েছিলেন ইফতার পার্টিতে। কলকাতায় মূল অনুষ্ঠান হয়েছিল রেড রোডে নাখোদা মসজিদের ইমামের নির্দেশনায়। শহরতলির নানা জায়গায় সমবেত প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছিল। ইদ উপলক্ষ্যে নানা জায়গায় মেলাও বসে।

গতকাল ২৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল ইদুজ্জোহা। আল্লাহর নির্দেশে জিল্‌হিজ্‌ মাসের দশম দিনে ইব্রাহিম পুত্রকণ্ঠে শানিত ছুরি বসিয়ে কোরবানি করতে উদ্যত হলে আল্লাহ তাকে নিবৃত্ত করেন, পুত্রের পরিবর্তে ইব্রাহিমের সামনে রাখা ছিল দুম্বা। সেই থেকে ইদুজ্জোহা পবিত্র দিনে কোরবানির রীতি প্রচলিত। সেই উপলক্ষ্যে প্রতিবারের মতো কোরবানি, ধর্মীয় উৎসব, খানাপিনা, মিলনপর্ব ও দানধ্যানে মাতেন মুসলমান সমাজ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ইদ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রবাসীকে শুভেচ্ছা জানান। ওইদিন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রশাসন তৎপর ছিল। কোথাও কোনো উল্লেখযোগ্য অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ইদ-উৎসব পালিত হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১১ অভ্যুগ্রহ বাগড়ি মার্কেট, পুজোর আগেই সর্বস্বান্ত ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : একেই বলে 'অ্যাকশন রিপ্লে'। ঠিক দশ বছর আগে এমনই এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল কলকাতার নন্দরাম মার্কেট। সেই দগদগে স্মৃতিকেই যেন আবারও উসকে দিয়ে গেল ক্যানিং স্ট্রিটের বাগড়ি মার্কেটের মধ্যরাত। গত শনিবার রাত দুটো নাগাদ বাগড়ি মার্কেটে আগুন লাগে। মুহূর্তে বহুতল বেয়ে এবং ফুটপাথ জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে সেই আগুন। ৭১নং ক্যানিং স্ট্রিটে ছটি ফটক, আটটি ব্লকবিশিষ্ট প্রাসাদোপম ছ'তলা বাড়িটিতে একাধারে প্লাস্টিকের সরঞ্জাম, ইমিটেশন গয়না, ওষুধ, প্রসাধনী, খাতা-বই, হার্ডওয়্যারের দোকান ও গুদাম থেকে শুরু করে কাগজপত্র ঠাসা সি এ ফার্ম, আইনজীবীর চেম্বার, পরিবহনের অফিস। স্থানীয় মতে, সুগন্ধীর ক্যান-টিউবের ভাঙা থেকেই আগুন ছড়িয়ে গিয়ে বিস্ফোরণের শুরু। আগুন ছড়িয়ে পড়তে দেখে মার্কেটের ছাদসলগ্ন ট্যাঙ্ক থেকে পাইপ টেনে স্থানীয়রা জল দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। রাত ২টো ৩৫ মিনিটে প্রাপ্ত ফোনের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছোয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। কিন্তু রবিবার সারাদিনে দমকলের ৩০টি ইঞ্জিন ও ৩০০ জন দমকলকর্মীর নিরন্তর লড়াইয়েও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। প্রচণ্ড উত্তাপে ভেঙে পড়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে ৬৩ বছরের পুরনো বাড়িটার। পুজোর আগে এমন এক বিপর্যয়ে আক্ষরিক অর্থেই সর্বস্বান্ত ব্যবসায়ীরা। জিনিসপত্রের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। দমকলমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র শ্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় অবশ্য অগ্নিবিধি অমান্য করার দায় চাপিয়েছেন ব্যবসায়ীদের উপরেই। পুর আধিকারিকদেরও অভিমত, বাগড়ি মার্কেটে সার্বিক অগ্নিসুরক্ষার ব্যবস্থা নেই। সাবধান করা সত্ত্বেও কর্ণপাত করেননি ব্যবসায়ীরা। দমকলের ডিজি জগমোহনের দাবি, "অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছে আগুন। যদিও বিল্ডিংয়ের অনেক অংশে এখনও ঢোকা যাচ্ছে না। তাই আটচল্লিশ ঘণ্টার আগে কিছু বলা যাবে না"। ঘটনাস্থলে আহত হয়েছেন দমকলের দুই কর্মী। এছাড়া এখনও পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলেই দাবি করা হয়েছে।

১২ বিজ্ঞাপনের চাঁদে সাধারণ মানুষ।

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর : প্রিন্ট মিডিয়া থেকে ইলেকট্রনিক মিডিয়া মানুষের জীবনচরিতের আজ এক রঙিন অধ্যায় বিজ্ঞাপন। হরেকরকমের পণ্যসামগ্রীর বিজ্ঞাপন, বেঁটে মানুষের লম্বা হওয়ার ঔষধ, কালো মেয়ের ফরসা হওয়ার প্রসাধনী, দীর্ঘ যৌবন লাভ করার নানান চটকদারি ছবি-সহ প্রচার আর এর কবলে পড়ে কত মানুষই না ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বা রোগজ্বালার কবলে পড়ছেন তার হিসাব নেই। এই বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে পা না দিতে দূরদর্শনের পর্দায় প্রদর্শিত হচ্ছে নানা বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের দৌরাত্ম্য আজ বিপদসীমা লঙ্ঘন করেছে। আধুনিক যুগ বিজ্ঞাপনের যুগ— এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাজারে নতুন নতুন পণ্যের আবির্ভাব, পুরাতন পণ্যের নবরূপায়ণ— সবই জানান দেয় বিজ্ঞাপন। এই পথ ধরেই কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বা অসাধু মানুষজন তাদের লোভবৃত্তি চরিতার্থ করতে কত মানুষকেই না ভুল পথে পরিচালিত করছে তার অন্ত নেই। সম্প্রতি পুরুলিয়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামে এক দম্পতি তার বেঁটে মেয়েটিকে লম্বা করার ঔষধ খাইয়ে সেই ঔষধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় মেয়েটিকে হাসপাতালে ভরতি করতে বাধ্য হয়েছেন। ফরসা হওয়ার প্রসাধনী ব্যবহার করে কত মহিলা যে চর্ম-চিকিৎসকের দীর্ঘস্থায়ী রোগী হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। এর উপর এখন আবার শুরু হয়েছে জ্যোতিষের বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে বহু মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন। অশালীন চিত্র ও বাক্যবিন্যাসের সাহায্যে বিজ্ঞাপন মানুষের নৈতিক চরিত্রেরও অবনমন ঘটাচ্ছে।

কাজ চলতে থাকায়, মেট্রোরেল কর্মীদের থাকার জায়গা ছিল খিদিরপুরের দিক থেকে ব্রিজের যে অংশ ভেঙে পড়েছে, তার নীচেই। সেইসঙ্গে এই ব্রিজের নীচ দিয়েই গেছে রেললাইন। তাই এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় প্রাথমিক উদ্ধারকাজ শুরু হয়। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কলকাতা পুলিশ, কলকাতা কর্পোরেশনের আধিকারিক, পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক সেনাবাহিনীর কর্মী এবং ডিসাসটার ম্যানেজমেন্টের কর্মীরা।

দ্রুতগতিতে উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক জনের এবং আহত তেত্রিশ জন এখনও চিকিৎসাধীন। ধ্বংসস্তূপের তলায় এখনও একজন মেট্রোরেল কর্মীর আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। উদ্ধারকারী দল সেতুতে গর্ত করে তল্লাশি চালাচ্ছে। সেইসঙ্গে রয়েছে রিফার ডগও। দুর্ঘটনায় তারাতলা থেকে মমিনপুরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আপাতত ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে গার্ডেনরীচ ফ্লাইওভার দিয়ে তারাতলায় যান চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে নবান্ন সূত্রে জানা যায় পাঁচ ইঞ্জিনিয়ারের গাফিলতি এই বিপর্যয়ের কারণ। এই পাঁচ ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে রয়েছে কলকাতা সাউথ ডিভিশানের ও আলিপুরের ইঞ্জিনিয়ার এবং নবান্নের ইঞ্জিনিয়ার। অভিযুক্ত অর্থদপ্তরের তিন অফিসার। পূর্ত দপ্তরকে এলাকা পরিদর্শন করে দ্রুত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেতু সংস্কার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী রেলের অনুমতি পাওয়ার পরে দু-এক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্রিজ ভেঙে এক বছরের মধ্যে নতুন ব্রিজ তৈরির কথা জানিয়েছেন।

২৫ স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মসভা বক্তৃতার ১২৫ বছর উদ্‌যাপন।

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ১৩ সেপ্টেম্বর : ১৮৯৩ সাল। শিকাগোর বিশ্বধর্ম সম্মেলন মঞ্চ। অনাহূত এক সন্ন্যাসী, পরনে গৈরিক পরিধান, গৈরিক শিরস্ত্রাণ। যদিও প্রবেশের ছাড়পত্র নেই, তবু আত্মবিশ্বাসে ভর করে এক বিদগ্ধ মার্কিন ব্যক্তির আনুকূল্যে মাত্র পাঁচ মিনিটের বক্তৃতা দেওয়ার অনুমতি নিয়ে পেলেন ধর্মসভায় প্রবেশের ছাড়পত্র। একসময় আরোহন করলেন বক্তৃতা মঞ্চে, সম্বোধন করলেন 'আমেরিকাবাসী ভাই ও বোনেরা।' প্রাচ্য-পাশ্চাত্যকে মিলিয়ে দিলেন মানবধর্মে। পৃথিবীর দরবারে পৌঁছে দিলেন সনাতন হিন্দুধর্মের মহিমা। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগো বিশ্বধর্মসভায় স্বামীজি যে অমূল্য বক্তব্য রেখেছিলেন, তা এবার ১২৫ বছরে পদার্পণ করল। সেই উপলক্ষ্যে সারা বাংলা জুড়ে চলছে নানাবিধ উদ্‌যাপনী অনুষ্ঠান। হুগলির গোপালনগর হাই স্কুলেও তেমনই এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। গত ১১ সেপ্টেম্বর, শিকাগো ধর্মমহাসভার প্রথম দিনের অধিবেশনের কথা স্মরণে রেখে, সকাল ১১টায় উদ্‌বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন বেলুড় মঠের প্রধান মহারাজ-সহ এলাকার বিদগ্ধজনেরা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়-সহ অতিথিবৃন্দ প্রদীপ প্রজ্বলন ও মাল্যদান করেন স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে। উপস্থিত বিদগ্ধজনের বক্তৃতায় উক্ত ধর্মমহাসভার তাৎপর্য এবং স্বামীজির অমূল্য বক্তৃতা-বাণীর গুরুত্ব ব্যাখ্যায় আলাদা মাত্রা পায় অনুষ্ঠানটি। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, সন্ত্রাসবাদে সমগ্র বিশ্ব যখন ভীতসন্ত্রস্ত তখন বিবেকানন্দের বাণীই পারে মানবধর্মে দীক্ষিত করতে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে। ছাত্রছাত্রীদের বক্তৃতা, সংগীতানুষ্ঠান, নানাবিধ কলাকৌশলে মুখরিত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানটি। 'বিবেক আলোকে' নামাঙ্কিত নাটক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে পৃথিবী যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তখন বিবেকের আলোক-বাণীতে এ সমাজকে আলোকিত করতে হবে, হাল ধরতে হবে যুবসমাজকে—তবেই গড়ে উঠবে হিংসামুক্ত এক পৃথিবী।